29 APR 2006 পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান

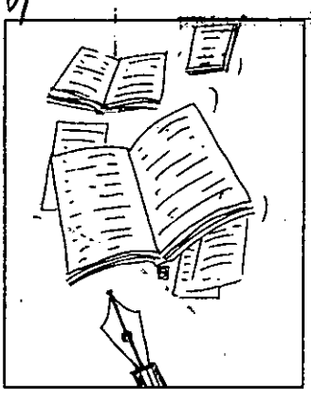

গত বছরের শেষার্ধে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় ২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। মৌলিক গবেষণায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২৫ বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত হয় নিউইয়র্ক গ্লোবাল কলোকুইয়ামের জন্য। কিন্তু তারপরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন আছে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরে নেয়া হয় বাংলাদেশের গর্বের অংশীদার হিসেবে। কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে পরিচিত। সেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড আজ কী অবস্থায় আছে? হ্যাঁ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার অনেক অবকাশ আছে। এখানেই একসঙ্গে পঞ্চাশ জনেরও বেশি ছাত্রকে প্রথম শ্রেণী দিয়ে দেবার মতো ঘটনাও ঘটেছে। শিক্ষার মানের সঙ্গে শিক্ষকের মানের প্রশ্নটিও চলে আসে। আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন, তাঁদের নিয়ে গর্ব করা হতো। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি আগের মানের শিক্ষক আছেন! কিছু দিন আগে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, ষাটের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মানের শিক্ষক ছিলেন, এখন সে মানের শিক্ষক নেই। তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে– তখন শিক্ষকদের যে মান ছিল আর এখন যে মান, তার মধ্যে পার্থক্য আছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন দলীয় নিয়োগের বিষয়টি তাঁর মতে, 'দলীয় সরকারগুলোর আমলে এমন অনেক নিয়োগ হয়েছে, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়নি। দলীয় বিবেচনা ও আনুগত্যের বিষয়টি প্রাধান্য পাওয়ায় অনেক অযোগ্য লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নেমে যাওয়ার মূল কারণ বোধহয় এখানেই। যেখানে শিক্ষকের মান নয়, দলীয় আনুগত্যই শিক্ষক নিয়োগের প্রধান যোগ্যতা হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে শিক্ষার মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। কারণ মানসম্মত শিক্ষকই তো শিক্ষার মান নিশ্চিত করবেন। যেখানে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান মাত্র ৪ দশমিক ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী, সেখানে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে শিক্ষকদেরই। কারণ এখনও দেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি ও বোধের স্বাধীন চর্চার ক্ষেত্র। কিন্তু দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিনের পর দিন ইমেজ হারাচ্ছে। দলীয় সরকারের শাসনামলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও অন্যান্য পাবলিক প্রতিষ্ঠানের মতোই সরকারের দখল, লুণ্ঠন ও দলীয় লোকদের পুনর্বাসনের একটি জায়গা হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মতোই এর দায় বহন করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়কেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সে বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম এবং অবহেলার অভিযোগ আছে। যাচাই-বাছাই না করেই অনেক সময় দিয়ে দেয়া হচ্ছে উচ্চতর ডিগ্রী– এমন অভিযোগও শোনা যায়। এ অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড। জ্ঞানচর্চায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন হলে শিক্ষার মান নিয়ে আর কোন প্রশ্ন থাকবে না।